রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ আশ্বিন ১৪২২/২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৫.২৫০—গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পলিসি লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক সর্বোচ্চ পদক 'চ্যাম্পিয়নস অফ দি আর্থ'-এ ভূষিত করা হয়। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠেয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তিতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ পদক তুলে দেওয়া হবে।

২। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ কর্তৃক সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম গ্রহণের স্বীকৃতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে।

৩। এই পুরস্কার অর্জন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সফল নেতৃত্বের পরিচায়ক। তাঁর সরকারের গৃহীত সময়োচিত পদক্ষেপ ও যথোপযুক্ত কর্মসূচির ফলে, ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে।

৪। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির একটি। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ ধরনের দুর্যোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির সাফল্যের স্বীকৃতি হচ্ছে এ পদক। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রণয়নসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় অনেক বেশি প্রস্তুত ও সক্ষম।

মূল্য : টাকা ৪.০০

৫। জলবায়ু পরিবর্তনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অগ্রাধিকার-ইস্যু হিসাবে চিহ্নিত করে বিষয়টির প্রতি বিশ্ব-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা পালনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা দূরদৃষ্টি ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্বে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব তহবিল দিয়ে 'ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করেছে। এ ছাড়া, জলাভূমি ও বন্য প্রাণীর সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার আওতায় সংরক্ষিত ও সম্প্রসারিত বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে বেশ কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। দেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১০ শতাংশ।

৬। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা লাভ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করছে। এর ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির 'চ্যাম্পিয়নস অফ দি আর্থ' পদক অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৬ আশ্বিন ১৪২২/২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৭। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উল্লিখিত প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ০৬ আশ্বিন ১৪২২ / ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পলিসি লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক সর্বোচ্চ পদক 'চ্যাম্পিয়নস অফ দি আর্থ'-এ ভূষিত করা হয়। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠেয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তিতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ পদক তুলে দেওয়া হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ কর্তৃক সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম গ্রহণের স্বীকৃতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে।

এই পুরস্কার অর্জন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সফল নেতৃত্বের পরিচায়ক। তাঁর সরকারের গৃহীত সময়োচিত পদক্ষেপ ও যথোপযুক্ত কর্মসূচির ফলে, ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির একটি। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ ধরনের দুর্যোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির সাফল্যের স্বীকৃতি হচ্ছে এ পদক। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রণয়নসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় অনেক বেশি প্রস্তুত ও সক্ষম।

জলবায়ু পরিবর্তনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অগ্রাধিকার-ইস্যু হিসাবে চিহ্নিত করে বিষয়টির প্রতি বিশ্ব-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা পালনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা দূরদৃষ্টি ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্বে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব তহবিল দিয়ে 'ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করেছে। এ ছাড়া, জলাভূমি ও বন্য প্রাণীর সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার আওতায় সংরক্ষিত ও সম্প্রসারিত বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে বেশ কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। দেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১০ শতাংশ।

একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা লাভ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করছে। এর ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির 'চ্যাম্পিয়নস অফ দি আর্থ' পদক অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার জন্য মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd